

আনামগি পত্রিকা

৩৬তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০১৯



একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা
www.ahlehadeethbd.org

৩৬তম সংখ্যা
জুলাই-আগস্ট
২০১৯

দ্বি-মাসিক

সোনামণি পত্রিকা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সূচীপত্র

- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম
- ◆ প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচতুর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৬৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ ০৬
 - রাগ মানব জীবনে সবচেয়ে বড় দুশমন ০৬
 - আদর্শ সন্তান গঠনে মায়ের ভূমিকা ১১
 - রামাযান পরবর্তী করণীয় ১৪
- হাদীছের গল্প ২২
- এসো দো'আ শিখি ২৩
- গল্পে জাগে প্রতিভা ২৫
- কবিতাগুচ্ছ ২৭
- একটুখানি হাসি ২৯
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
- রহস্যময় পৃথিবী ৩৩
- দেশ পরিচিতি ৩৪
- যেলা পরিচিতি ৩৫
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৫
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৬
- ভাষা শিক্ষা ৩৭
- কুইজ ৩৭
- নীতিমালা ৩৯

সম্পাদকীয়

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা হল সত্য কথা বলার অভ্যাস। ইসলামের কল্যাণকর, সুন্দরতম ও উত্তম আদর্শগুলোর অন্যতম হল সত্যবাদিতা। এটি মানব চরিত্রের একটি বিশেষ ভূষণ। জীবনে চলার পথে প্রতিটি পদক্ষেপে এ গুণটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' (আহযাব ৩৩/৭০)।

সত্যবাদিতা একটি মহৎ গুণ। এ গুণটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে আস্থা ও বিশ্বাসের দৃঢ় বীজ বপন করাতে পারে। ফলে সর্বত্র সুসম্পর্ক তৈরী হয়। পক্ষান্তরে এ গুণটি লোপ পেলে সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয়। অনাস্থা, অশান্তি, বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুই স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সমাজে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। কিন্তু বর্তমান সমাজে সত্যবাদিতা প্রায় বিলুপ্তির পথে। সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সমাজের উঁচুদের দায়িত্বশীলদের অনেকেই সত্য কথা বলা ও সং পথে চলা থেকে অনেক দূরে।

বাধা বিঘ্ন ও ঝামেলাপূর্ণ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যবাদিতা মানুষকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন উপহার দিতে পারে। তাই একজন মুমিন বান্দাকে সদা-সর্বদা সত্য কথা বলতে ও সৎভাবে জীবন-যাপন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। মানুষ আন্তরিকভাবে প্রশান্তিতে থাকতে চায়। কিন্তু সে জানেনা প্রশান্তি কোথায় আছে। সত্যবাদিতা ও সততার মধ্যেই আন্তরিক প্রশান্তি নিহিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা পরিত্যাগ করে যাতে সন্দেহ নেই তা গ্রহণ কর। কেননা সত্য হচ্ছে প্রশান্তি আর মিথ্যা হচ্ছে সন্দেহ' (তিরমিযী/২৫১৮; মিশকাত হা/২৭৭৩)।

সত্যবাদিতা মানুষকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত করে। সত্যবাদী ব্যক্তি সকলের নিকট আস্থার প্রতীক ও শ্রদ্ধাভাজন হিসাবে বিবেচিত হন। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সত্যবাদিতা ও সততার জীবন্ত প্রতীক। তাই দেখা যায়, নবুঅতপূর্ব জীবনে সকলের নিকট প্রশংসিত হিসাবে তিনি 'আল-আমীন' বলে অভিহিত হতে থাকেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও কেউ তার নাম ধরে ডাকতো না। সবাই শ্রদ্ধাভরে 'আল-আমীন' বলে ডাকতো (সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৭৫)।

নবুঅতী জীবনে কুরায়েশরা তাঁর কথা মানুষ বা না মানুষ তাঁকে তারা সত্যবাদী হিসাবেই জানত। একদা তিনি ছাফা পাহাড়ের চূড়ায় কুরায়েশ বংশের সকল গোত্রের লোককে একত্রিত করে বলেন, 'হে কুরায়েশগণ! আমি যদি বলি এই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একদল শক্তিশালী শত্রু সৈন্য তোমাদের উপর হামলার জন্য অপেক্ষা করছে তাহলে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? তখন সকলে সম্মুখে বলে উঠল, অবশ্যই করব। কেননা আমরা এযাবৎ তোমার কাছ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই পাইনি' (বুখারী হা/৪৭৭০; মিশকাত হা/৫৩৭২)।

একজন দীনদার মুমিন বান্দা জীবনের যে কোন সংকট মুহূর্তে সত্যবাদিতায় অবিচল ও সুস্থির থাকেন। দুঃখ-বেদনায়, কষ্ট-ক্লেশে, সংকট-বিপদে, রোগে-শোকে তিনি সততা ও সত্যবাদিতা থেকে ঘুরে দাঁড়ান না। তিনি জানেন, অবিচল সততা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে রয়েছে আপামর জনসাধারণের অকুণ্ঠ বিশ্বাসের স্বীকৃতি। সেই সাথে রয়েছে আত্মিক পরিতৃপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। যার বিনিময় অফুরন্ত নে'মতে ভরা জান্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সত্যানুসারী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে ধাবিত করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে ছিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়' (বুখারী হা/৬০৯৪; মিশকাত হা/৪৮২৪)।

তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তিকে এ বিষয়টি খুশী করে যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসবে অথবা তাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) ভালবাসবেন, সে যেন সত্য কথা বলে' (বায়হাক্বী শু'আব হা/১৫৩৩; মিশকাত হা/৪৯৯০)।

সত্য কথার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব। পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও হিংসা-বিদ্বেষ কমাতে সত্যবাদিতার ন্যায় উত্তম সমাধানদাতা আর নেই। সত্যবাদিতা অবলম্বনের মাধ্যমে অনেক গোপন ও লুক্কায়িত রহস্য বেরিয়ে আসতে পারে। ফলে বহু নির্যাতন ও দুর্ঘটনার সহজ সমাধান হয়ে যেতে পারে মহূর্তের মধ্যেই। এদিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে দেশ ও জাতি। সোনাগণি! তোমরাই পারো জ্বালিয়ে দিতে সত্যের আলো। যার মাধ্যমে আমরা আনতে পারি সফলতার জ্যোতি। লাভ করতে পারি ইহকালে কল্যাণ ও পরকালে মুক্তি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

মুমিনের গুণাবলী

১. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ- الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ- أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

১. ‘নিশ্চয়ই মুমিন তারা, যখন তাদের নিকট আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। যারা ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে জীবিকা দান করেছি, তা থেকে খরচ করে। এরাই হ'ল সত্যিকারের মুমিন। এদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রূযী’ (আনফাল ৮/২)।

২. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

২. ‘তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান

আনার পর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজেদের জান প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে তা রাই সত্যনিষ্ঠ’ (হুজুরাত ৪৯/১৫)।

৩. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ-فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

৩. ‘নিশ্চয়ই সফলকাম হবে মুমিনগণ। যারা তাদের ছালাতে তন্ময়-তদাত। যারা অনর্থক ক্রিয়া-কলাপ থেকে নির্লিপ্ত। যারা যাকাত প্রদানে সচেষ্টি। যারা তাদের যৌনাঙ্গ ব্যবহারে সংযত। তবে তাদের স্ত্রীগণ ও মালিকানাধীন দাসীরা ব্যতীত। কেননা এতে তারা নিন্দিত হবে না। অতএব যারা এদের ব্যতীত অন্যদের কামনা করবে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার সমূহ রক্ষাকারী। এবং যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফায়তকারী’ (মুমিনুন ২৩/১-৯)।

হাদীছের আলো

মুমিনের গুণাবলী

১. عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

১. নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। দেহের কোন একটি অঙ্গ যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে ঐ ব্যথার অংশীদার হয়' (মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৪)।

২. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

২. হযরত সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনের ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর। তার সমস্ত বিষয়টিই কল্যাণময়। মুমিন

ব্যতীত আর কারো জন্য এরূপ নেই। যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যখন তাকে অকল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে ছবর করে। ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়' (মুসলিম হা/২৯৯৯; মিশকাত হা/৫২৯৭)।

৩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ : أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ قَالَ : أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا وَأَوْلِيكَ الْأَكْيَاسُ

৩. আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন আনছার ব্যক্তি এসে তাঁকে সালাম দিল। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সর্বোত্তম মুমিন কে? তিনি বললেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। অতঃপর বলল, সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে' (ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)।

প্রবন্ধ

রাগ মানব জীবনে সবচেয়ে বড় দুশমন

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

(শেষ কিস্তি)

রাগ কেন হয়?

সোনামণি সহ পৃথিবীর সকল মানুষ মনের গভীরে আকাজিকত সবকিছু যথা নিয়মে পেতে চায়। কিন্তু এর অনেক কিছু তারা পায় না। অপূর্ণতার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মনের গভীরে জমা বাঁধতে থাকে রাগ, ক্রোধ বা টেনশন। এখান থেকে শুরু হয় অশান্তির দাবানল। যেমন-

১. মানুষ যখন দেখে আমি হেরে যাচ্ছি। আমাকে কেউ পান্ডা দিচ্ছে না। আমার সুযোগ সুবিধার দিকে কারও খেয়াল নেই। এ সময় মানুষের মনে জমাট বাঁধতে থাকে রাগ। পরে এক সময় বিস্ফোরণ ঘটে।

২. রাগ আর মাতলামী একই অবস্থা। মদ খেয়ে মাতলামীর মত রাগও খারাপ। আমরা মদখোর ও মাতালকে ঘৃণা করি। কিন্তু বদ রাগকে আশ্রয় দেই। এটা কখনো উচিত নয়।

৩. রাগের ৯০% মানুষের ইচ্ছা শক্তির উপর নির্ভর করে। আর ১০% ইচ্ছা শক্তির বাইরে ঘটে থাকে। অনেকে মেডিটেশন বা ধ্যান করতে বা ডাক্তারের কাছে যেতে বলে। রাগ একটা আবেগ

বা অনুভূতি। এটা মানুষ ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এজন্য ধ্যান করা বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৪. বাসায় ছেলেমেয়েরা কথা না শুনলে, অফিসে স্যারের বকা খেলে, ক্লাসে শিক্ষকের বকা খেলে, স্বামী বা শাশুড়ীর কটু কথা শুনলে রাগ হয়। এগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করতে হবে।

স্বাভাবিক রাগ প্রকাশের উপকার সমূহ :

সবাই আমাদের উপদেশ দেয় রাগ প্রকাশ না করাই ভাল। রাগকে দমন করার জন্য বুক পাথর বাঁধতে বলা হয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, স্বাভাবিক রাগ প্রকাশের অনেক উপকারিতা আছে। এর ফলে মনের ভিতর লুক্কায়িত সব অসন্তোষ কেটে যায়। অনেক ধরনের অনিশ্চয়তা ও আত্মসী ক্ষতিকারক মনোভাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপ :

১. নিজের ভুলত্রুটি শুধরানো সম্ভব হয় : রাগ প্রকাশের পর নিজের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করে ভুলত্রুটি শুধরানো সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

২. রাগ প্রকাশে অনুশ্রেরণা যোগায় : রাগ প্রকাশ সবচেয়ে কার্যকর চালিকা শক্তিগুলোর একটি। এর মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। যেমন : শিক্ষক মাদরাসার এক ছাত্রকে বলল, তুমি এবার পরীক্ষায় ফেল করলে

মাদরাসা থেকে বের করে দিব। ফলে ছাত্রটি ভালভাবে পড়াশোনা করে ভাল রেজাল্ট করল। এক্ষেত্রে ইতিবাচক কিছু অর্জনের উদ্দেশ্য থাকবে এবং স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে হবে।

৩. রাগ প্রকাশ চাপা অসন্তোষ দূর করে :
রাগ প্রকাশ করে মনের ভিতরে জমে থাকা হতাশা, ক্ষোভ ও অসন্তোষ দূর করা সম্ভব। বন্ধুর বাড়ীতে কোন এক অনুষ্ঠানে দাওয়াত না দেওয়ায় বন্ধু খুব অসন্তুষ্ট। বন্ধু বাস্তব ঘটনা খুলে বলায় তার চাপা ক্ষোভ দূর হয়।

রাগ প্রকাশ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী :

রাগ পুষে না রেখে তা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করা স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। রাগ দেহের জন্য এক প্রকার বিষ। রাগের মাধ্যমে এ বিষ বের করে দিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। হজম, মাথাব্যথা, এবং এর সংশ্লিষ্ট অনেক সমস্যাই দূর হয়ে যায়।

সন্তানের শিক্ষা

আপনার আদরের সন্তানটা রেগে গিয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে জোরে চিৎকার করছে। আপনি আসলেন থামানোর জন্য। কিন্তু আপনি আরও জোরে চিৎকার শুরু করে দিলেন। এটা ঠিক নয়। আপনার সন্তানের বন্ধু তাকে গালি দিয়েছে। আর সেও তাকে গালি দিয়েছে। আর লেগে গেছে গোলমাল। শয়তান পাশে বসে যেন মুচকি হাসছে। আপনার সন্তান তাকে চড় মেরেছে, খামচি দিয়েছে।

সেও ওকে কামড়ে দিয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব ঘটনা সুন্দরভাবে সমাধান করা যায়। আপনি শান্তভাবে সন্তানকে বুঝাবেন, কেউ তোমাকে খারাপ কথা বলেছে বা খারাপ নামে ডেকেছে, তাহলে তুমি কখনো তার গায়ে হাত দিবে না, খারাপ কিছু বলবে না। ভাল ছেলেরা কখনও কাউকে গালি দেয় না। এভাবে উপদেশের মধ্য দিয়ে আপনার সন্তান আদর্শ সন্তানে রূপান্তরিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যেদী সন্তান সামলানোর কৌশল

আল্লাহর প্রদত্ত পৃথিবীর অন্যতম আকর্ষণীয় সম্পদ হল ছোট সোনামণি। আধো আধো কথা বলতে পারা আদরের ছোট সন্তানটি আপনার সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু তার যেদ খুব বেশী। যা বলবে তাই শুনতে হবে। যা চাইবে তাই দিতে হবে। না দিলে ভীষণ রেগে যায়। চিৎকার করে। হাতের কাছে যা পায় তা ভেঙ্গে ফেলে। এমন কিছু করবে যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আর পরিশেষে করুণভাবে কাঁদতে থাকবে। তাই সোনামণির মা খুবই চিন্তিত। কি করবে ভেবে পায়না। আপনার সন্তানের রাগের সময় নিশ্চয়ই আপনিও দ্রুত রেগে যান। সন্তানকে মারপিঠ শুরু করেন। আপনিও শুরু করে দেন চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধ। মাঝে মধ্যে কাজের মেয়ে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আপনিও এমন যেদী আচরণ শুরু করেন। যা দেখে শিখছে আপনার

সন্তান। আপনার নিজের আচরণ স্বভাব পরিবর্তন করে আপনাকে শান্ত ও সুন্দরভাবে সবকিছু সামলে নিতে হবে।

রাগহীন পিতা-মাতার গল্প

অতিরিক্ত রাগ বা বদরাগ সবসময় ক্ষতিকারক। কিন্তু সন্তান যতই অন্যায় করুক পিতা-মাতা তাদের সংশোধন করবে না, ধমক দিবে না এমন হলেও ক্ষতিকারক। এক ডাকাত আসামীকে ১০ বছর জেল দিলেন বিচারক। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করল, তার কিছু বলার আছে কিনা। আসামী বলল, আমার পিতা-মাতাকেও জেলে পাঠিয়ে দিন। তখন বিচারক বললেন, কেন? আসামী জবাব দিল, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন স্কুলের এক সহপাঠীর কলম চুরি করেছিলাম। তখন পিতা-মাতা জেনেও চুপ ছিলেন। পরে পাড়ার এক বাড়ীতে চুরি করেছিলাম। তখনও একই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আমি নামকরা ডাকাতে পরিণত হলাম। পিতা-মাতা সবই জানতেন এবং আমার ডাকাতি করা অর্থ ভোগ করতেন। কিন্তু তারা এ বিষয়ে কখনও নিষেধ করেননি। খারাপ বলেনি। এমন কি কখনও আমার উপর রেগেও যায়নি। তাই আমার সঙ্গে আমার পিতা-মাতার জেলে যাওয়া উচিত।

রাগ দমনের প্রয়োজনীয় আরও কিছু কৌশল :

১. রাগ হলে আঁউষু-বিষ্ণা-হি মিনাশ শায়তু-নির রজীম পড়বে।

২. দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়বে, আর বসে থাকলে শুয়ে পড়বে।
৩. ওষু করে ছালাত আদায় করবে অথবা মসজিদে যাবে।
৪. কুরআন-হাদীছ অথবা ইসলামী বই পড়া শুরু করবে।
৫. ধৈর্য ধারণ করবে, ফলে সুবুদ্ধি বেরিয়ে আসবে।
৬. পসন্দের বক্তৃতা, ওয়াজ ও ইসলামী গান শুনা শুরু করবে।
৭. দুই কানে হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের আওয়াজ বা কথা শুনা বন্ধ করবে।
৮. সর্বদা কটুকথা এড়িয়ে চলবে।
৯. হাত দিয়ে মুখ বন্ধ করবে।
১০. দেখেও না দেখার, শুনে ও না শুনার ভান করবে।
১১. উত্যক্ত বাক্যকে মূল্যহীন মনে করবে।
১২. মুখে কথা না বলার তালা এঁটে দিবে।
১৩. তাকওয়াশীলরা একটুতেই রাগে না, কথাটি মনে রাখবে।
১৪. রাগের সময় প্রিয় খাবারের স্বাদের কথা মনে করলে রাগ কমবে।

রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা উপকারী :

রাগ মানুষের অন্যান্য বাকি ইমোশন গুলোর মত স্বাভাবিক একটি ইমোশন। এটি একটি সীমা পর্যন্ত মানুষের জন্য

উপকারী। যেমন রাগের মাধ্যমে কোন কাজ করার জন্য উদ্যোগী করে তোলা, না বলতে পারা কথাগুলো বলে ফেলা যায়। কিন্তু রাগের লিমিট পেরোলেই এটি ক্ষতিকর। মাত্রাতিরিক্ত রাগ আমাদের ব্লাড প্রেসার বাড়াতে পারে, সুন্দর সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দিতে পারে। জীবনের আরও অনেক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পেলতে পারে। রাগ যদি ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হয়ে যায় তবে ক্ষতির আর সীমা থাকে না। তাই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শেখাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দিক বা দক্ষতা। যা জীবন চলার পথে খুবই প্রয়োজন।

রাগ নিয়ন্ত্রণের বিজ্ঞান সম্মত কৌশল :

১. তিন সেকেন্ড রুল : বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানা যায়, শর্ট টেমপার হওয়ার কারণে যে রাগ হয় সেটা সাধারণত ২.৫ সেকেন্ড স্থায়ী থাকে। এই সময়ের মধ্যে রাগ প্রকাশ করে ফেললে তা আরও বাড়তে থাকে। কিন্তু যদি কোন রকম রিয়্যাক্ট না করে ২.৫ সেকেন্ড কাটিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে নষ্ট হয়ে যায় এবং আমরা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাই। তাই রাগের ক্ষেত্রে আমরা তিন সেকেন্ড রুল অনুসরণ করতে পারি। এখানের যে কোন পসন্দমত উপায় ব্যবহার করতে পারি। মোট কথা তিন সেকেন্ড রিয়্যাক্ট না করে পার করে দিতে পারলেই রাগ নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

২. ব্যায়াম বা নিয়মিত হাঁটাচলা করা : প্রতিদিন সকালে বাদ ফজর হালকা ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলা। ব্যায়াম শরীরের জন্য অনেক উপকারী। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে ব্রেনে অক্সিজেন ও এনার্জি লেভেল বেড়ে যায়। ফলে দেখা যাবে আচরণে পরিবর্তন আসবে আর রাগ কমে যাবে। সকাল সকালে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩. মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া : দুনিয়ায় মানুষ ভুল করবেই এটা স্বাভাবিক। তাই কারো ভুলের জন্য রেগে না গিয়ে ক্ষমা করা ও তাকে সংশোধন করা বুদ্ধি মানের কাজ। এটাই ইসলামী আদর্শ। রাগ করলে কি ভুল ঠিক হয়ে যাবে? রাগ না করে ক্ষমা করে বুঝিয়ে বললে সে সংশোধন হবে। ফলে উভয় পক্ষ অনেকগুলো ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে যাবে।

৪. গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ করা : রাগের আশঙ্কা বুঝতে পারলেই গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ তাৎক্ষণিকভাবে মাথায় অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়াবে, মাথায় রক্ত চলাচল হবে। ফলে শান্তবোধ হবে এবং রাগ কমে যাবে।

৫. রাগে গোমড়া হয়ে না থাকা : বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ ধরনের

সমস্যা, হতাশা ও বিষণ্ণতা বেশী দেখা যায়। পড়ার সময় কেউ এসে রুমে ঢুকে গল্প করছে। মনে হয় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেই। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তাই রাগ না করে তাকে সমস্যার কথাটা বুঝিয়ে বলতে হবে। ফলে রাগ হবে না, মন ভাল থাকবে, পড়াশুনায় মন বসবে।

৬. হেঁটে আসা বা স্থান ত্যাগ করা : রেগে গিয়ে চিৎকার না করে স্থান ত্যাগ করে একটু ঘুরে আসলে রাগ কমবে। ফলে উভয়ের উপকার হবে। রাগা-রাগিতে কোন পক্ষেরই লাভ হয় না। তাই রাগের সময় স্থান ত্যাগ করা রাগ কমানোর অন্যতম উপায়।

৭. অস্থির না হওয়া : মানসিক অস্থিরতা অতিরিক্ত রাগের একটি কারণ। রাগের সময় দৌড়া-দৌড়ি বা ছোট্টা-ছোট্টা করা এবং অস্থির হওয়া যাবে না।

৮. ক্ষতির দিক চিন্তা করা : রাগের সময় অনেকে হাতের কাছের অনেক দামী দামী জিনিস পত্রাদি ভেঙ্গে ফেলে। দামী মোবাইল সেট, কাঁচের জিনিস পত্রাদি ভেঙ্গে ফেললে ক্ষতিটা নিশ্চয় তার ও তার পরিবারের হবে। এ ক্ষতির দিক চিন্তা করলে রাগের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচা যাবে।

৯. সমাধান করা : সমাধান খুঁজে বের করার জন্য রাগ পরিহার করতে হবে।

রাগের মাথায় আমরা অনেক কিছু বলি এবং অনেক কিছু করে ফেলি। যার মধ্যে ক্ষতি ছাড়া লাভের কিছুই নেই। তাই আমাদের খুঁজতে হবে রাগের প্রকৃত সমাধান।

১০. রাগের কোন ঔষধ নেই : রাগ সারানোর কোন ডাক্তারও নেই ঔষধও নেই। যে যত কম রাগবে সে ততো বুদ্ধিমান। মানুষকে ক্ষমা করে দিয়ে রাগ নিয়ন্ত্রণ করাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। পৃথিবীতে আমরা বেশী দিন থাকবনা। অযথা রেগে লাভ কি? পৃথিবীর সমস্ত ঈমানদার, সৎ ও ভাল মানুষেরা সবসময় কম রাগতেন। তারা মানুষকে ক্ষমা করে আনন্দ পেতেন। আমাদেরও উচিত মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া।

উপসংহার :

অতিরিক্ত রাগ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে মারাত্মক ক্ষতির কারণ। রাগ স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই আসুন! আমরা রাগকে নিয়ন্ত্রণ করি এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুশৃংখল থাকি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

সোনামণি

একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনাগি।

ভূমিকা :

আদর্শ সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নে'মত। কেননা সন্তান ভাল হলে পরিবার ভালো হবে। পরিবার ভাল হলে সমাজ ভালো হবে। আর সমাজ ভাল হলে দেশ বা রাষ্ট্র ভাল হবে। কিন্তু আদর্শ সন্তান গঠনের পূর্বশর্ত হল একজন আদর্শ মা। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর নিকট আমাদেরকে এভাবে দো'আ করতে শিখিয়েছেন, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِمَا يَرْضَىٰ مِنْ رَبِّكَ يَا كَرِيمٌ 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও' (ফুরকান ২৫/৭৪)। একজন আদর্শ মা তিনিই যিনি একজন আদর্শ নারী। আর তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়া পুরোটাই সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হল পুণ্যশীলা নারী' (মুসলিম হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৪)। বিশ্ববিখ্যাত অন্যতম বীর নেপোলিয়ান বলেন, Give me an

educated mother and I will give you an educated nation. 'তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও। আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব'। তাই আদর্শ সন্তান গঠনে মায়েদের ভূমিকা অপরিসীম। এক্ষেত্রে মায়েদের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি তা নিম্নরূপ :

১. মা দ্বীনদার হওয়া :

ফুটন্ত গোলাপের মত প্রতিটি শিশুই ফিতরাৎ তথা ইসলাম গ্রহণ করে আদর্শ হওয়ার ক্ষমতা নিয়েই জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতার আদর্শ ও আক্বীদার কারণে সে দ্বীনদার হয় অথবা বেদ্বীন হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا، يُوَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ 'প্রত্যেক মানব শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়। যেমন একটি চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ একটি চতুষ্পদ জন্তু জন্ম দিয়ে থাকে। তোমরা কি সেখানে নাক কান কাটা দেখতে পাও' (বুখারী হা/১৩৫৮; মিশকাত হা/৯০)। সন্তান তার মায়ের আক্বীদা, আমল, আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, মেধা ইত্যাদি অনেক বিষয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। তাই

‘দ্বীনদার মা দ্বীনদার জাতি গঠনের কারিগর’ স্বরূপ।

২. হালাল খাদ্য গ্রহণ করা :

হালাল খাদ্যের দ্বারা মানুষের চরিত্র উত্তম হয়। আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়। মা যদি হালাল খাদ্য গ্রহণ করেন তাহলে তার গর্ভের সন্তান সে খাদ্যের অংশ পাবে। ফলে তার চরিত্র উত্তম হবে। পক্ষান্তরে মা হারাম খাদ্য খেলে তার গর্ভের সন্তানের চরিত্র নষ্ট হবে। সে উত্তম আমল ও আখলাকের অধিকারী হতে পারবে না। তাইতো মহান আল্লাহ হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ**

حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 ‘হে মানব জাতি!

তোমরা পৃথিবী থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারাহ ২/১৬৮)। আবু বকর ছিন্দীক (রাঃ)

বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **جَسَدٌ**

‘হারাম খাদ্য **لَا يَدْخُلُ الْحَيَّةَ غُدِّيَّ بَحْرَامٍ** দ্বারা পরিপুষ্ট দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না’ (ছহীহাহ হা/ ২৬০৯)। হালাল খাদ্যের মাধ্যমে সন্তানের চরিত্র উত্তম হয়। সে সম্পর্কে একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল। আব্দুর রহমান খান ছিলেন কাবুলের গভর্নর। তাঁর দ্বারা আমীর দোস্ত মুহাম্মাদের ঘটনা নিম্নরূপ :

কোন বৈরী শক্তি তার রাজ্যে আক্রমণ করলে তা প্রতিহত করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। দু’দিন পর এক খবর এল যে, শাহজাদার পরাজয় আসন্ন, সৈন্যদের নিয়ে তিনি পিছনে হটে আসছেন। আর শত্রুবাহিনী ধাওয়া করে তার পিছু পিছু আসছে। এ খবর শুনে আমীরের মন খুবই উদ্ভিন্ন হয়ে উঠল। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, একে তো পরাজয়ের গ্লানি, দ্বিতীয়তঃ পুত্রের দুর্বলতা ও অক্ষমতার স্মৃতি এবং তৃতীয় হল লোকজনের হেয় প্রতিপন্ন করার ভাবনা।

বাদশাহ ঘরে এসে তার স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা শোনালেন। স্ত্রী বললেন, পুরা ঘটনাই অবাস্তব ও মিথ্যা। বাদশাহ বললেন, গুণ্ডচরের রিপোর্ট কি করে মিথ্যা হতে পারে? কিন্তু বেগম ছাহেবা একেবারেই মানছেন না যে, তার ছেলে পরাজিত হয়েছে। একথা বিশ্বাসই করলেন না তিনি। বেগম ছাহেবার কথাকে অবজ্ঞা করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে গেলেন বাদশাহ। দ্বিতীয় দিন খবর পেলেন, ঐ খবর সত্যিই মিথ্যা ছিল। বাস্তব ঘটনা হল তার পুত্র যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরছেন।

শুনে বেগম ছাহেবা আল্লাহ তা’আলার শুকরিয়া আদায় করলেন। বাদশাহ বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, শাহজাদার পরাজয় হয়নি? তোমার কাছে এমন কি প্রমাণ ছিল, যার

দ্বারা তুমি ঐ সংবাদটাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছ? বেগম বললেন, কিছুই না। আল্লাহ তা'আলা আমার ইয়যত রেখেছেন। এটা আমার একটা গোপন রহস্যের ব্যাপার। যা আমি প্রকাশ করতে চাই না। বহু পীড়াপীড়ির পর বেগম ছাহেবা বললেন-

‘এ ছেলে যখন আমার গর্ভে আসে, তখন থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার পেটে যেন সন্দেহযুক্ত কোন খাদ্য না যায়। কারণ হালাল খাদ্যের দ্বারা উত্তম চরিত্র তৈরী হয়; আর হারাম খাদ্যের দ্বারা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। এ শাহজাদা আমার গর্ভে নয় মাস থাকা অবস্থায় খাদ্যের কোন একটা দানাও আমি এমন ভক্ষণ করিনি, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পর্যন্ত হতে পারে। এজন্য তার চরিত্র খারাপ হতে পারে তা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং এমন আখলাকের পরিচয় হল- যুদ্ধে গেলে শাহাদত বরণ। অন্য দিকে যুদ্ধের মাঠ থেকে পিঠ দেখিয়ে আসা হল অসৎ চরিত্রের লক্ষণ। এজন্য আমার বিশ্বাস ছিল শাহজাদা শহীদ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ময়দান থেকে পলায়ণ করে আসবে না। শুধু তাই নয়; বরং শাহজাদার যখন জন্ম হয়, তখন থেকে অদ্যাবধি আমি কোন সন্দেহ যুক্ত বস্তু আহার করিনি, যাতে উক্ত হারাম খাদ্যবস্তু দ্বারা শরীরে দুর্ধ্ব সঞ্চার না হয় এবং এর প্রভাব শাহজাদার উপর না পড়ে। তাছাড়া যখন আমি তাকে দুধ পান করাতাম, তখন

আমি ওয়ূ করে দুই রাক'আত ছালাত পড়ে নিতাম, যেন শাহজাদার চরিত্র খুব ভাল হয়। এজন্য আমি আপনার গুণ্ডচরের কথাকে মিথ্যা ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে কিছু মাত্র সংশয়ান্বিত হইনি এবং আমার বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইনি'(মাসিক আত-তাহরীক ৬/৩ ডিসেম্বর, ২০০২, পৃ. ৩৫)।

প্রিয় মা-বোন! আমীর দোস্ত মুহাম্মাদ এর স্ত্রীর কি মহৎ কর্ম ও বিশ্বাস! তিনি মুত্তাকী হতে পারলেন। আজকাল আমাদের মা বোনেরা তা অর্জন করতে পারেন না কেন? মুত্তাকী হবার পথে এদের প্রতিবন্ধকতা কোথায়? অতএব আমাদেরকেও দ্বীনী শিক্ষার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করতে হবে এবং হালাল খাদ্য গ্রহণে সদা তৎপর থাকতে হবে। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম আমীর ও ‘সোনাগণি’র প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হালাল পথে উপার্জিত দু'মুঠো চিড়া মুড়ি হারাম পথে উপার্জিত রসগোল্লা ও লক্ষ টাকার চেয়েও অধিক মূল্যবান’ (উদাত্ত আহ্বান পৃ. ১০)। তিনি আরো বলেন, ‘হারাম পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে মা'ছুম সন্তানের মুখে তুলে দিতেও এদের (অভিভাবকদের) হাত কাঁপে না’ (উদাত্ত আহ্বান পৃ. ৭)।

৩. পর্দার বিধান মেনে চলা :

পর্দার বিধান একজন নারীকে আদর্শ মা হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। তাই হে মা!

আপনার গর্ভে আদরের সন্তান। এ সময় আপনি পর্দাহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবেন না। বাড়ীর অভ্যন্তরই আপনার জন্য উত্তম জায়গা। ঐ যে আল্লাহর বাণী শুনুন- وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى 'তোমরা সগৃহে অবস্থান কর। প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়িয়ে না'। (আহযাব ৩৩/৩৩)। মা ইচ্ছামত বাড়ির বাহিরে গেলে শয়তান তাকে বেপর্দা করার নানা কৌশল অবলম্বন করে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বের হয় তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে' (তিরমিযী হা/ ১১৭৩; মিশকাত ৩১০৯)।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'স্কুল কলেজের বস্ত্রবাদী শিক্ষা ও সহশিক্ষার পরিবেশে যেসব নারী হযারো যুবকের লোলুপ দৃষ্টির শিকার তাদের গর্ভ থেকে কখনো কোন মেধাবী ও ভদ্র সন্তান আসতে পারে না। আজকাল মেধাহীনদের ভিড় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ এটা কিনা সেটা গবেষণার বস্তু' (সম্পাদকীয় : নারী শিক্ষা, মাসিক আত-তাহরীক, ২২/৫ ফেব্রুয়ারী '১৯)।

[চলবে]

রামায়ান পরবর্তী করণীয়

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

ভূমিকা :

রামায়ান মাস হল ইবাদতের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ গ্রহণের মাস। মানব জীবনে দু'টি ধারা প্রবাহিত হয় এক. সুপ্রবৃত্তি দুই. কুপ্রবৃত্তি। আমাদের সমাজ জীবনে সম্প্রীতি-মৈত্রী, ঐক্য-সংহতি ও নৈতিক সংস্কৃতি দৃঢ় করণের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে অবিচল থাকতে বিশেষ ভূমিকা রাখে সুপ্রবৃত্তি। অপরদিকে আমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অনৈক্য-সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অনৈতিক সংস্কৃতি তথা পাপের পথে আহ্বান করে কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি ভঙ্গিভূত করার জন্যই এ দুনিয়ায় মহান আল্লাহ রামায়ানের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রবর্তন করেছেন, যাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন মুসলমান এ বিশ্বে তার প্রকৃত স্থান নির্দিষ্ট করতে পারে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে। রামায়ান মাস বিদায় নিয়েছে। আমরা কী রামায়ান মাসের ইবাদতের মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ ও জান্নাত লাভের সুযোগ গ্রহণের প্রশিক্ষণ নিতে পেরেছি?

নাকি আমাদের নাক মাটির সাথে মিশে গেছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رَغَمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ 'সেই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যে রামাযান পেল, অথচ নিজেকে ক্ষমা করে নিতে পারল না' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)।

রামাযান মাস প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এই মাসের প্রতি যেমন যত্নশীল, পরবর্তী এগারো মাস সে তেমনি সফল হবে ইনশাআল্লাহ। তাই রামাযান চলে গেলেও রামাযান পরবর্তী কিছু কাজ রয়ে গেছে। সেই সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হল-

১. তাকুওয়া অর্জনের সফলতা ইবাদতের মাধ্যমে অব্যাহত রাখা :

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাকুওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন করলে বাহ্যিক ভাবে তার প্রতিফলন ঘটে। তাকুওয়া প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাকুওয়া লাভের জন্য ছিয়াম ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পাপাচার ও ভীতিপ্রদ মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করার নাম তাকুওয়া। রামাযান মাসে ছিয়ামের মাধ্যমে তাকুওয়ার অনুশীলন বেশী হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ 'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরে। অবশ্যই তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। মহান আল্লাহর যাবতীয় আদেশ যথাযথ পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে তাকুওয়া অর্জন সম্ভব। আর এ মাসে সকল মুসলমান তা যথাযথ পালন করার সঠিক পথ ও পদ্ধতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

এই তাকুওয়ার খুঁটি সুদৃঢ়ভাবে মযবূত রাখার জন্য প্রয়োজন ইবাদত। শিরক মুক্ত খালেছ নিয়তে সকল ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দার উপর যে সমস্ত ইবাদত ফরয করেছেন, একজন মুসলমানের জন্য সেসমস্ত ইবাদত পালন করা আবশ্যিক। ঈমান আনার পরে যে সমস্ত ইবাদত ফরয তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ছালাত। আমরা ছালাতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি রামাযান মাসে এবং এর প্রতিফলন হবে বাকী এগারো মাস। ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ 'কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব হবে ছালাতের। যার ছালাত ঠিক হবে

তার সব আমল সঠিক হবে। আর যার ছালাত বিনষ্ট হবে, তার সব আমল বিনষ্ট হবে' (তাবারানী, আল-আওসাতু, সিলসিলা হুহীহাহ হা/১৩৫৮)। এমাসে ছালাতের রুকন, শর্তাবলী ও ওয়াজিবসহ সময়মত মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ছায়েম বাকী এগার মাস তা সেই মোতাবেক পালন করে। মহান আল্লাহ যুদ্ধরত অবস্থায় ও ভীতির সময়ও জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন (নিসা ৪/১০২)। জামা'আতে ছালাত আদায়ের ছওয়াব অনেক বেশী। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاةِ الْفِدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً 'জামা'আতে ছালাত আদায় করার ছওয়াব একাকী আদায় করার চেয়ে ২৭ গুণ বেশী' (নাসাদ্দি হা/৮৩৭; হুহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৬)। অন্যদিকে জামা'আত পরিত্যাগ করার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لِأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ

‘এশা ও ফজরের ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানতো এ দুই ছালাতের মধ্যে কি (ছওয়াব) আছে, তাহলে তারা এ দুই ছালাতের জামা'আতে হাযির হত হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। আমার ইচ্ছা হয় ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়ে কাউকে ইমামতি করতে বলি। আর আমি কিছু লোককে নিয়ে জ্বালানী কাঠের বোঝাসহ বের হয়ে তাদের কাছে যাই, যারা ছালাতে (জামা'আতে) উপস্থিত হয় না এবং তাদের ঘর-বাড়ীগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেই' (বুখারী হা/৬২৬; মুসলিম হা/৬৫১)।

রামাযান মাসের চাঁদ দেখার পর সর্বপ্রথম যে ইবাদত পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাবীহর ছালাত। প্রত্যেক ছায়েমের জন্য তারাবীহর ছালাত আদায় করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তারাবীহর ছালাত আদায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রামাযান মাসে ক্বিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে) তার পূর্বেকার পাপ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে' (বুখারী হা/৩৫; মুসলিম হা/৭৬০)। আর রামাযান মাসে ক্বিয়াম

করা তথা তারাবীহর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে পরবর্তী এগার মাসের তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের প্রশিক্ষণ পেয়েছি আমরা।

২. রামাযানে অর্জিত গুণাবলী প্রতিপালন করা :

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুনাহর আলোকে মুমিনের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত মুমিন হতে গেলে, যে দু'টি গুণাবলী অপরিহার্য সেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ** 'প্রকৃত মুমিন তারাই, (১) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না এবং (২) তাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। বস্তুতঃপক্ষে তারাই হল সত্যনিষ্ঠ' (হুজুরাত ৪৯/১৫)। আর সফলকাম মুমিন হতে গেলে নিচের গুণাবলীগুলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থাকতে হবে এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, **قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ-الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِمُفْرَجِهِمْ حَافِظُونَ-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ**

مَلُومِينَ-فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ-أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ-الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'সফলকাম হল ঐসব মুমিন' (৩) 'যারা তাদের ছালাতে গভীরভাবে মনোযোগী' (৪) 'যারা অনর্থক ক্রিয়া-কর্ম এড়িয়ে চলে' (৫) 'যারা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে' (৬) 'যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফায়ত করে' (৭) 'নিজেদের স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত। কেননা এসবে তারা নিন্দিত হবে না। অতঃপর এদের ব্যতীত যারা অন্যকে কামনা করে, তারা হল সীমা লংঘনকারী' (৮) 'আর যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করে' (৯) 'যারা তাদের ছালাত সমূহের হেফায়ত করে'। 'তারাই হল উত্তরাধিকারী'। 'যারা উত্তরাধিকারী হবে ফেরদৌসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে' (মুমিনুন ২৩/১-১১)। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে

এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখবে' (আলে ইমরান ৩/১১০)।

অতঃপর মুমিনের গুরুত্বপূর্ণ ৬টি গুণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। (১) সে তার উপর যুলুম করবে না (২) তাকে লজ্জিত করবে না। (৩) আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকবে, আল্লাহ তার সাহায্যে থাকবেন। (৪) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের বিপদ সমূহের একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। (৫) যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন' (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫৮)। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)। (৬) যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না ও বড়দের মর্যাদা বুঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'

(তিরমিযী হা/১৯২০; আবুদাউদ হা/৪৯৪৩)। ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) বলেন, 'মানুষের দ্বীনের জন্য চারটি হাদীছ যথেষ্ট : (১) সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল (বুখারী হা/৬৯৫৩)। (২) সুন্দর ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হল অনর্থক বিষয়সমূহ পরিহার করা (ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬)। (৩) কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য ঐ বস্তু ভালবাসে যা সে নিজের জন্য ভালবাসে (বুখারী হা/১৩)। এবং (৪) হালাল স্পষ্ট ও হারাম স্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যে বহু বস্তু রয়েছে অস্পষ্ট। অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বিষয়ে পতিত হল সে হারামে পতিত হল' (বুখারী হা/৫২)।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, اتَّقِ السَّيِّئَاتِ، وَارْهَدْ، وَدَعْ مَا + لَيْسَ بِعَيْنِكَ، عُمْدَةُ الدِّينِ عِنْدَنَا كَلِمَاتُ + وَأَعْمَلَنَّ بِنِيَّةٍ 'আমাদের নিকট দ্বীনের উত্তম বস্তু হল চারটি কথা। যা বলেছেন সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ) : (১) মন্দ থেকে বেঁচে থাক (২) দুনিয়াত্যাগী হও (৩) অনর্থক বিষয় পরিহার কর এবং (৪) সৎকল্পের সাথে কাজ কর' (মিরক্বাত ভূমিকা অংশ ২৪ পৃঃ; দরসে কুরআন : মুমিনের গুণাবলী, প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, ১৭তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৩)। আমরা রামাযান মাসে উপরোক্ত

গুণাবলী অর্জন করেছি এবং তা আমাদের সার্বিক জীবনে বাকী মাসগুলোতে প্রফিলন ঘটাব ইনশাআল্লাহ।

৩. পাপের পথ থেকে সর্বদা বিরত থাকা :

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কথা ও কর্মের মধ্যে যেসব বিষয় হারাম করেছেন তা পরিত্যাগের মাধ্যমে আমরা পাপমুক্ত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি ছায়েম অবস্থা রামাযান মাসে। তন্মধ্যে মিথ্যা বলা, গালমন্দ করা, ঝগড়া বিবাদ করা, গীবত করা, গান বাজনা শোনা, চোগলখরী করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি পাপ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। একজন মুসলমান রামাযান মাসে এগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরবর্তী মাসগুলোতেও বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। মিথ্যা হল সবচেয়ে বড় মহাপাপ। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা জঘন্যতম পাপ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে

তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মস্ফুট শাস্তি' (নাহল ১৬/১১৬-১৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপরে মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থান নির্ধারণ করে নিল' (বুখারী হা/১২৯১; মুসলিম হা/৪)। তিনি আরো বলেন, إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ 'তোমরা মিথ্যাচার পরিহার কর। কেননা মিথ্যাচার পাপের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোন লোক অনবরত মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যাচারকে স্বভাবে পরিণত করে। অবশেষে আল্লাহর নিকটে তার নাম মিথ্যাবাদী হিসাবে লিখিত হয়' (মুসলিম হা/২৬০৭ (১০৫); আবুদাউদ হা/৪৯৮৯)। আর একজন মুসলমান রামাযানে যেমন মিথ্যা ও ঝগড়া বিবাদ পরিহার করেছে, ঠিক তেমনি বাকী মাসগুলোতে তা পরিহার করে চলবে। এছাড়াও ধূমপান, মদপান, চুরি-ছিনতাই, হত্যাসহ সকল প্রকার ছোট বড় পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। রামাযান আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দিয়েছে।

৪. নেক কাজগুলো চলমান রাখা :

বদ ও মন্দ কাজগুলো পরিহার করার পাশাপাশি ভালো কাজগুলো বেশী বেশী সম্পাদন করা। যেমন- ইবাদত করা, দান-ছাদাকা করা, উপদেশ দেওয়া ও গ্রহণ করা, বেশী বেশী যিকুর করা, মানুষকে সাহায্য করা, অসুস্থ রোগীদের পরিচর্চা করা ইত্যাদি। দান ছাদাকা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'তোমরা ছালাত কয়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। আর যা কিছু ভাল আমল নিজের জন্য অগ্রে পাঠাবে বা সঞ্চয় করবে, তা আল্লাহর নিকটে পাবে। তোমরা যা আমল কর আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন' (বাক্বারাহ ২/১১০)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْنُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ 'হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল মালের কিছু অংশ এবং আমি যা তোমাদের জন্য যমীন হ'তে বের করেছি তার অংশ খরচ কর' (বাক্বারাহ ২/২৬৭)। আল্লাহ আরো বলেন, 'এবং তোমরা আদায় কর এর হক (ওশর) শস্য কাটার সময়' (আন'আম/১৪১)।

দান-ছাদাকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ 'ছাদাকার মাধ্যমে তোমাদের পীড়ার চিকিৎসা কর, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে তোমাদের সম্পদকে সুরক্ষিত (পরিশুদ্ধ) কর এবং দো'আর মাধ্যমে বালা-মুছীবত থেকে বাঁচার প্রস্ততি গ্রহণ কর' (বায়হাক্বী, হযীহুল জামে আহ-ছাগীর হা/৩৩৫৮)। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছিল ও তাঁর ক্রোধ থেকে নিষ্কৃতির মাধ্যমও এটি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَذَابَ الرَّبِّ 'নিশ্চয়ই ছাদাকা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে নির্বাপিত করে দেয়' (তিরমিযী হা/৬৬৪; সিলসিলা হযীহা হা/১৯০৮)। সুতরাং রামাযানে যেমন দানের হাত প্রসারিত ছিল, ঠিক তেমনি বাকী মাসগুলোতেও মুক্তহস্তে দান অব্যাহত রাখব ইনশাআল্লাহ।

৫. ক্বাযা ছিয়াম আদায় করা :

ছিয়াম ক্বাযা হওয়ার শর্তসমূহ মহান আল্লাহ কুরআনে পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে

তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। সফরের ছিয়াম না রাখা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, হামযা আসলামী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে সফরে ছিয়াম রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সফরে ছিয়াম না রাখা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ। যে তা গ্রহণ করবে, তার জন্য এটা কল্যাণকর হবে। আর যদি কেউ ছিয়াম রাখতে পসন্দ করে, তাহলে তাতে কোন গুনাহ নেই (মুসলিম হা/১১২১, মিশকাত হা/২০২৯)। মক্কা বিজয়ের সফরে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় মক্কার উদ্দেশ্যে বের হন। অতঃপর মক্কার ৪২ মাইল আগে 'কুরাউল গামীম' নামক স্থানে পৌঁছে ছিয়াম ভেঙ্গে ফেলেন (মুসলিম হা/১১১৪, মিশকাত হা/২০২৭)। আর অসুস্থ অবস্থায় ছিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে এবং অন্য মাসে তা পূরণ করে নিতে হবে। তবে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় শারীরিক অক্ষমতার কারণে প্রতি ছিয়ামের জন্য রামায়ান মাসে একজন মিসকীন খাওয়াতে হবে (বুখারী হা/৪৫০৫)। আর ক্বাযা ছিয়াম বাঁকী এগারো মাসের যে কোন দিনে করা যাবে, শুধু মাত্র ছিয়াম রাখার হারাম দিনগুলো ব্যতীত। তবে রামায়ানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের যেকোন সময়ে আদায় করা যায় (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। ব্যস্ততার কারণে আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামায়ানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)। তবে ফরযের

ক্বাযা যত দ্রুত সম্ভব আদায় করাই উচিত (মির'আত ৫/২৩)।

৬. শাওয়ালের ছয়টি ছিয়াম পালন করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নামের আগুন হতে ৭০ বছরের পথ দূরে রাখবেন' (মুত্তাফাক্ব আল্লাইহ, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৯৫৫, ৪/২৫৩)। অন্য বর্ণনায় ১০০ বছরের পথ দূরে রাখবেন বলা হয়েছে (সিলসিলা হযীহাহ হা/২২৬৭, ২৫৬৫)। শাওয়ালের ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামায়ানের ছিয়াম পালন শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামায়ানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' (ইবনু মাজাহ হা/১৭১৫)। এভাবে মোট বারো মাস বা সারা বছর। এই ছিয়ামগুলো ধারাবাহিকভাবে পালন করা উত্তম। তবে আলাদাভাবেও করা যায় (নববী, আল মাজমূ' ৬/৩৭৯)। শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করাই কর্তব্য। কারণ শাওয়াল

পার হলে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সুযোগ থাকে না।

উপসংহার :

রামাযানের প্রশিক্ষণ আত্মিক, শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে পরিচালিত হয়। রামাযান মাসের ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, শারীরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলো বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। বাদশা-ফকীর, আমীর-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সকলের সুখ-দুঃখের মিলন মেলা ছিল রামাযান মাস। আত্মশুদ্ধির মাস রামাযান বিদায় নিয়েছে। আমাদের জীবনে ইতিবাচক যে পরিবর্তন হয়েছে, তা রামাযান পরবর্তী আমল ও আখলাকে উপলব্ধি করা যাবে। রামাযানের সে প্রশিক্ষণ সারা বছর ধরে রেখে সব ধরনের গোনাহের কাজ থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারলেই সে প্রশিক্ষণ হবে স্বার্থক। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানালাহ্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহী' (প্রশংসা সহ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি) তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে' (তিরমযী, মিশকাত হা/২৩০৪)।

হাদীছের গল্প

ইখলাছের পুরস্কার

নাজমুল্লাহার

রসূলপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

শাদ্দাদ ইবনুল হাদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মরুবাসী বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঈমান আনল এবং তাঁর অনুসরণ করতে লাগল। কিছুকাল পর সে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত করে আসতে চাই। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর একজন ছাহাবীকে তার সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দিলেন। ইতিমধ্যে একটি যুদ্ধে নবী করীম (ছাঃ) কিছু বন্দীকে গণীমত হিসাবে পেলেন। তিনি বন্দীদেরকে ভাগ করে দিলেন। ঐ বেদুঈন ছাহাবীকেও এক ভাগ দিলেন। তার ভাগটা তিনি তার সাথীদেরকে দিলেন। লোকটি পশুপাল চরাত। পশুপাল চরিয়ে ফিরে এলে তারা গণীমতের সম্পদ (বন্দী) তাকে দিল। সে বলল, এসব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাকে ভাগ হিসাবে দিয়েছি। সে বলল, আমি তো এগুলোর জন্য আপনার অনুসরণ করছি না। সে তার কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা দিয়ে বলল, আমি বরং এজন্য আপনার অনুসরণ করছি যে, আমার এখানটায় তীরবিদ্ধ হয়ে আমি মারা যাব, তারপর জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি বললেন, যদি তুমি

আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে থাক তাহলে তিনি তোমাকে সত্য পরিণত করবেন। এভাবে অল্প কিছু দিন গেল। তারপর মুসলিম বাহিনী যুদ্ধে লিপ্ত হল। যুদ্ধে ঐ মরুচারী বেদুঈন ছাহাবী (রাঃ) নিহত হন। তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হল। সে যে জায়গাতে ইশারা করেছিল ঠিক সে জায়গাতেই তীর লেগেছিল। নবী করিম (ছাঃ) দেখে বললেন, এটা কি সেই ব্যক্তি? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সে আল্লাহকে সত্য বলেছিল। তাই আল্লাহ তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তারপর নবী করীম (ছাঃ) তাকে নিজের জামা দিয়ে কাফন দেন এবং নিজে জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। তার ছালাতে যেটুকু তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তন্মধ্যে এ দো'আ ছিল-

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ حَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلَ شَهِيدًا أَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ-
'হে আল্লাহ! এ তোমার বান্দা। মুহাজির হয়ে এসে তোমার রাস্তায় বের হয়েছিল। অতঃপর শহীদ হিসাবে সে নিহত হয়েছে। আমি এ ঘটনার সাক্ষী' (নাসাঈ হ/১৯৫৩)।

শিক্ষা :

- আমাদের প্রত্যেকটি আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। কেননা আমলে ইখলাছ না থাকলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না (বাক্বারাহ ২/২৬৪)।

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

নিজে ও সন্তানাদিকে শিরক থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِينًا وَاجْبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ-

উচ্চারণ : রাব্বির্জ'আল হা-যাল বালাদা আ-মিনাওঁ ওয়াজনুবনী ওয়া বানিইয়্যা আন্না' বুদাল আহনা-ম।

অর্থ : 'হে প্রভু! এই শহরকে শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তানাদিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ' (ইবরাহীম ৩৫)।

উৎস : যখন মক্কা নগরী জনবসতিপূর্ণ হয়ে গেল, বালুকাময় ভূমি ফলে পরিপূর্ণ হয়ে গেল, অধিক সুখ শান্তি হওয়ার কারণে জনগণ আল্লাহকে ভুলে গেল এবং জোরহাম গোত্রের লোকেরা মূর্তিপূজা আরম্ভ করে দিল তখন ইবরাহীম (আঃ) তাদের বুঝালেন যে, আল্লাহর বিভিন্ন নে'মত যেমন চন্দ্র-সূর্য, পানি-সমুদ্র, গাছ মিষ্টি ফল সব আল্লাহর দান। সুতরাং তাঁর ইবাদত করা, শুকরিয়া আদায় করা যরুরী। কিন্তু লোকেরা যখন এতে কর্ণপাত করল না, তখন ইবরাহীম (আঃ) উক্ত দো'আ করলেন। তাঁর দো'আ কবুল হওয়ার ফলে মক্কা থেকে মূর্তিপূজা দূর হল এবং মক্কা নগরী আল্লাহর নে'মতে পরিপূর্ণ হয়ে শান্তির নগরীতে পরিণত হল

(বুখারী, ইবনু কাছীর বাক্বারাহ ১২৬, ইবরাহীম ৩৫-৩৬ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)।

আমল : আমাদের দেশের শান্তির জন্য এবং আমাদের সন্তানাদির জন্য উক্ত দো'আ করা কর্তব্য।

সন্তানাদি সহ নিজে মুছল্লী হওয়া এবং পিতা-মাতা সহ সমস্ত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দো'আ

(ইবরাহীম আঃ-এর দো'আ) :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي،
رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ- رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

উচ্চারণ : রাব্বির্জ আলনী মুক্বীমাছ ছালা-তি ওয়া মিন্ যুররিইয়াতী, রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল্ দু'আ। রাব্বানাগ্ফিরলী ওয়া লিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিলমুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল্ হিসাব-ব।

অর্থ : 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ছালাত কয়েমকারী করুন এবং আমাদের সন্তানাদিকেও। হে আমাদের প্রভু! আমাদের দো'আ কবুল করুন। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন যেদিন হিসাব কয়েম হবে' (ইবরাহীম ৪০-৪১)।

উৎস : ইবরাহীম (আঃ) বায়তুল্লাহর পুনঃসংস্কারের পর সবাইকে মুছল্লী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেন। নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য মিনতি সহকারে দো'আ কবুল হওয়ার আবেদন করেন। মহা হাশরের দিনে

যাতে নিজে, নিজের পিতা-মাতা, সমস্ত বিশ্বের মুমিনগণ ক্ষমা পায় তার জন্য উক্তভাবে দো'আ করেন।

শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার ও রাষ্ট্রীয় সাহায্য পাওয়ার জন্য দো'আ :

رَبِّ اذْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا-

উচ্চারণ : রাব্বি আদখিলনী মুদখালা ছিদক্বিওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা ছিদক্বিওঁ ওয়াজ 'আল্লী মিল্লাদুনকা সুলত্বা-নান নাছী-রা।

অর্থ : 'হে আমাদের প্রভু! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে, বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য' (বানী ইসরাঈল ৮০)।

উৎস : হিজরতের সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এই দো'আ শিক্ষা দেন। মক্কা থেকে বহির্গমন ও মদীনায পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এই দো'আর ফলে আল্লাহ তা'আলা হিজরতের সময় পশ্চাদগামীদের কবল থেকে তাঁকে নিরাপদে রেখেছিলেন। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানতেন শত্রুদের চক্রান্তজালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার, তাই তিনি আল্লাহর দরবারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের জন্য উক্ত দো'আ করেন (ইবনু কাছীর, বানী ইসরাঈল ৮০ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)।

(কিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২০-২২)।

গল্পে জাগে প্রতিভা

চোখ থাকতে অন্ধ

রবীউল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনাগাণি।

হাশেম আলী ব্যক্তি হিসাবে অত্যন্ত সহজ প্রকৃতির মানুষ। কারো সাথে কখনো দু'কথা হয় না তার। গ্রামের সকলের কাছে বুড়ো দাদু নামে পরিচিত তিনি। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। বয়সের ভারে মাজা নুয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন না তিনি। তার জন্য মসজিদে একটি চেয়ার রাখা আছে, তাতে বসে তিনি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। একটি বিষয় একবার দেখলে দ্বিতীয় বার দেখার প্রয়োজন খুব কমই হত। তিনি ইংরেজী ও গণিত মাতৃভাষা বাংলার মতই বুঝতেন। পেশা হিসাবে শিক্ষকতাকে খুব পসন্দ করতেন। নির্দিষ্ট একটি বিষয় বেছে নেওয়াকে খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি বলতেন, শিক্ষক হয়েছি সব বিষয়ই পড়াব। ছাত্রদের সাথে তিনি বন্ধুর মত আচরণ করতেন। কখনো তাকে দেখে ছাত্ররা অতিরিক্ত ভয় পেত না। ফলে ছাত্ররা কোন বিষয় বুঝতে না পারলেই তার কাছে ছুটে আসত। তিনি খুব সহজেই হাসির ছলে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। হাশেম আলীর চাকুরীর বয়স শেষ। এবার বিদায়ের

পালা। ছাত্র-শিক্ষক তার বিদায়ে অত্যন্ত ব্যথিত। কিন্তু সরকারী নিয়ম অনুযায়ী চাকুরীর বয়স শেষ হলে বিদায় নিতেই হবে। হাশেম আলী চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিলেন। ব্যস্ততা কমল। মসজিদে আগের চেয়ে সময় বেশী দিবেন। তাই ছালাতের আযানের ১ ঘণ্টা আগেই মসজিদে চলে যান। কিন্তু এ সময়টুকু কিভাবে কাটাবেন। মসজিদের আলমারীতে কুরআন মাজীদ রাখা আছে। হাশেম আলী কুরআন মাজীদ হাতে নিয়ে মসজিদের এক কোণে বসে পাতা উল্টাতে থাকেন। আর দু'চোখের পানি অবঝোর নয়নে বরতে থাকে। এ সময় মসজিদের মুওয়াযযিন আযান দেওয়ার জন্য আসে। মসজিদে ঢুকেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। সামনের দিকে এগিয়ে দেখে হাশেম আলী। মুওয়াযযিন ছাহেব বললেন, ভাই কান্না করছেন কেন? হাশেম আলী বললেন, কি বলব কষ্টের কথা, আজ আমি চোখ থাকতে অন্ধ।

শিক্ষা :

১. কুরআন মাজীদ আল্লাহ তা'আলার বাণী যা ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস। তাই সকল শিক্ষার আগে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করতে হবে।
২. কুরআন মাজীদ শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হবে এবং আমরা অশেষ ছুওয়াবের অধিকারী হব। কেননা ঈমানের সাথে কুরআন মাজীদের একটি হরফ পাঠ করলে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়।

জন্মদিবস পালন

মারিয়া খাতুন, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক গ্রামে বাস করতো একজন ভদ্র লোক। লোকটির মাত্র একটি মেয়ে সন্তান। মেয়েটির নাম সুমাইয়া। সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়তো। সে ছিল তার ক্লাসের একজন নিয়মিত ছাত্রী। প্রতিদিন সে ক্লাসে যেত। এভাবে যেতে যেতে ৩০শে জুন আসল। দিনটি ছিল তার এক বান্ধবীর জন্মদিবস। তার বান্ধবী ও তার পরিবারের সবাই এই দিনটি পালন করত। কেক কাটাসহ গান বাজানার আয়োজনের মাধ্যমে তারা দিনটি উদযাপন করত। বান্ধবী সুমাইয়াকে দু'দিন আগেই তাদের বাড়ীতে দাওয়াত দিল জন্মদিবস পালনের জন্য। তখন সুমাইয়া তার বান্ধবীকে বুঝিয়ে বলল, আমরা হিজরত দিবস, মক্কা বিজয় দিবস, বদর দিবস পালন করিনা। এমন কি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যু দিবস পর্যন্ত পালন করি না। তিনি তো আমাদের রাসূল (ছাঃ)। তিনি নিজে এবং তাঁর ছাহাবীরা এরূপ দিবস পালন কখনো করেননি। তাঁর যদি জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন না করি তাহলে নিজেদের জন্মদিবস আমরা কিভাবে পালন করতে পারি? তখন সুমাইয়ার বান্ধবী বলল, তাহলে আমি আগামীকাল পরিবারের সবাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলব। সে তার বাবাকে ও

পরিবারের সবাইকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলল। তারা বিষয়টি বুঝতে পেরে জন্মদিবস পালন থেকে বিরত থাকল এবং সুমাইয়াকে ধন্যবাদ জানালো।

শিক্ষা :

১. প্রত্যেক দিবসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন দিবসকে আলাদা করে সম্মান বা ঘৃণা করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
২. জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালনের মধ্যে যদি কোন উপকার থাকতো, তাহলে রাসূল (ছাঃ) নিজে তা পালন করতেন।
৩. জন্ম ও মৃত্যুদিবস পালন অমুসলিমদের রীতি মাত্র। এর সাথে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নেই।

চল আল্লাহকে চিনি

মায়হারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

এক মহিলা প্রচণ্ড গরমে পিপাসায় পানির খোঁজ করতে থাকেন। কিন্তু কোথাও তিনি পানি পেলেন না। অতঃপর ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। বিশ্রামের ফাঁকে দেখতে পেলেন গাছটি থেকে ফোটায় ফোটায় পানি পড়ছে। তিনি খুব দ্রুত একটি ছোট কাপের মত পাত্র নিলেন এবং পানি সংগ্রহ করতে লাগলেন। যখন কাপের অর্ধেক পানি

হল, তখনই একটি পাখি এসে কাপটি ফেলে দিল। এভাবে কয়েক বার মহিলাটি পানি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই কাপ ভর্তি না হতেই পাখিটি ফেলে দিল। মহিলাটি পাখিটির উপর ভীষণ রাগান্বিত হয়ে একটি ছোট্ট পাথর দ্বারা আঘাত করল। ফলে তার পাথরের আঘাতে পাখিটি সেখানেই মারা গেল। কিছুক্ষণ পর মহিলাটি দেখতে পেল গাছ থেকে একটি মস্তবড় সাপ নেমে আসছে। তখন মহিলাটি বুঝতে পারল, যে পানি তিনি সংগ্রহ করছিলেন পিপাসা নিবারণের জন্য, তা পানি ছিল না, তা আসলে ছিল সাপের বিষ। পরে মহিলাটি পাখিটির জন্য আফসোস করল এবং নিজের ভুল বুঝতে পারলো।

শিক্ষা :

১. আল্লাহ তা'আলা যাকে বাঁচাতে চান তাকে যে কোন উপায়ে বাঁচিয়ে থাকেন।
২. আল্লাহ তার মুমিন বান্দাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। তাই একজন প্রকৃত ঈমানদারের উচিত সদা সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং বিপদে-আপদে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

‘আল-‘আওনের এক একজন ডোনার
এক একটি জীবন্ত ব্লাড ব্যাংক’
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

ক বি তা গু চ্ছ

মরণ

খায়রুল ইসলাম, শিক্ষক
আল-মারকাতুল ইসলামী আস-সালাহী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মরণ যাদের স্মরণ আছে
ধরণ তাদের কেমন হয়,

জীবন তাদের আল্লাহমুখী
লিল্লাহ তাদের সবই হয়।

অল্পে তুষ্টি, নিম্নে দৃষ্টি
মনের মাঝে সৃষ্টি হয়,

জগতসুখী, মরণমুখী
নিজকেই কেবল মনে হয়।

পরের ধন চায়না মন
ছুরুর করে সব খানে

যিকির থাকে সত্য পথের
যিকির করে আনমনে।

দুঃখ যতই মুখ্য হয়ে
আসুক কাছে বারেবার

রক্ষ মেযাজ যোগ্য করে
শক্তি সাহস যোগাবার।

মরতে রাখী ছাড়তে আজি
বিষাদময় এই ধরা,

মরণ যাদের স্মরণ আছে
তাকুওয়ায় দিল রয় ভরা।

সোনামণির প্রশ্ন

আব্দুল খালেক

মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আচ্ছা মাগো বল দেখি, জাম পাকলে কালো?
ফলগুলো পাকলে পরে, খেতে লাগে ভাল।
ছোট ছেলে কয়না কথা, বড় হলে কয়,
বল মা তুমি ঠিক করে, কেন এমন হয়।
মরিচ গাছে ছোট্ট ফল, কেন এত বাল?
জবা ফুল দেখতে মাগো, কেন এত লাল।
গরু-ছাগল ঘাস খায়, কুকুর বিড়াল খায় না,
পাখ-পাখালি গাছে থাকে, পশু গাছে যায় না।
ঘোড়াগুলো ঘুম যায়, তিন পায়ে দাঁড়িয়ে,
হাঁসগুলো ঘুম পাড়ে, এক পা গুটিয়ে।
পান কড়ি পাখি আছে, পানি পেলে ডুব দেয়,
আর সব পাখি আছে, পানি পেলে ভয় পায়।
পশুর বাচ্চা দুধ খায়, পাখির ছানা খায় না,
উটপাখি এরা কেন, গাছের ডালে যায় না।
পাখিগুলো সব কেন, বসে গাছের ডালে,
বাদুড়গুলো গিয়ে কেন, গাছের ডালে ঝুলে।
খেজুর গাছের মিষ্টি রস, কেমন করে হয়,
তার পাশে নিমের রশ, তিতো হয়ে রয়।
ইঁদুরে ধান খায়, সাপে কেন খায়না,
এসব ব্যাপার মাগো কেন বুঝা যায় না।
গাছের ডালে লুকিয়ে থাকে কোকিল কেন কালো?
জোনাকি যে রাত্রে চলে, পেছনে তার আলো।
টিয়ে পাখি দেখতে, মনটা কেন চায়?
শকুন আবার চোখে পড়লে, মনটা খারাপ হয়।
কোকিল পাখির কুছ কুছ, শুনতে লাগে ভাল,
কাক পাখির কা-কা শুনে, মন বিরক্ত হল।
বল মা তুমি ঠিক করে, রাতে চাঁদের আলো,
রাতের বেলায় অন্ধকার, দেখতে আবার কালো।
মাগো তুমি এসব ব্যাপার খুলে কেন বল না,
মা হেসে কয় ওরে খোকা, অল্লাহ ছাড়া বুঝবে না।

হাসব সবার সনে

শফীকুল ইসলাম

কনইল, সদর, নওগাঁ।

খুশির হেঁয়ায় জাগি
ঈদের দিনে আনন্দটা
করি ভাগাভাগি।
গরীব লোকের রাখি যেন খোঁজ
নিজের শুধু চাই না ভুড়িভোজ।
ঈদের তরে সম্য প্রীতি
অটুটু যেন থাকে
এমন করে মূল্য দিও
গড়ো জীবনটাকে।
হাসব সবার সনে
একটু ব্যথা চাই না কারো মনে।

শিরক

ফিরোজা খাতুন, ৮ম শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল্লাহ হলেন স্রষ্টা সবার
রাসূল বন্ধু তাঁর,
এ বিশ্বাসে গড়লে জীবন
হবে চমৎকার।
শিরকমুক্ত আমল মোরা
করব সর্বদা,
আল্লাহর সাথে করলে শিকর
মুক্তি পাবনা।
শিরকের গুনাহ কখনো
হবে নাতো মাফ
তাওবা করে গুনাহগুলো
ধুয়ে করো সাফ।
শিকর করলে সকল আমল
হবে ধুলিসাৎ,
শিরক বিহীন করলে আমল
তবেই পাবে জান্নাত।

এ ক টু খা নি হা সি

বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করা

হামিদা খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী

নওদাপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
শাহ মখদুম, রাজশাহী।

রাজ দরবারে একবার এমন এক পণ্ডিত আসলেন। যিনি অনেক ভাষাতে কথা বলতে পারেন। বাংলা, উর্দু, হিন্দী, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ফরাসী ইত্যাদি। তার সাথে যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, একেবারে মাতৃভাষার মতই কথা বলতে পারেন। সবার মনে কৌতুহল হল, তাহলে পণ্ডিত ছাহেবের মাতৃভাষা কী হতে পারে?

রাজ দরবারে বসা ছিল এক ছোট্ট সোনামণি। সে বলল, এটা বের করা খুবই সহজ কাজ।

রাজা মশাই বললেন, তোমার সাহস তো দেখছি খুব বেশী। তোমার চাইতে বড়রা মুখ খুলছে না। আর তুমি...

তবে চেষ্টা করতে পার।

সোনামণি বলল, রাজা মশাই, আমি আগামীকাল সকালেই বের করে ফেলব তার মাতৃভাষা কী?

রাত হল। পণ্ডিত ছাহেব ঘুমিয়ে পড়লেন। সোনামণি পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তার নাকে একটা নরম পাখির পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। আর পণ্ডিত ছাহেব বলে উঠলেন, এই কে কে কে...?

এ বলে তিনি নাকে বারবার হাত দিতে লাগলেন। সোনামণি বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার মাতৃভাষা বাংলা। তাই না?

পণ্ডিত ছাহেব একটু শান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ।

রাজা মশাই সোনামণির বুদ্ধিমত্তায় অনেক খুশি হলেন এবং তাকে পুরস্কৃত করলেন।

শিক্ষা :

১. সোনামণিদেরকে অবহেলা করা যাবে না। তাদের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়।
২. বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করলে সহজেই উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

‘সোনামণি’-এর
৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ে প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বিশ্বখ্যাত মুসলিম আবিষ্কারক

কাওছার আহমাদ, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আল-ফারাবী :

মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আল-ফারাবীর আসল নাম আবু নাছের মুহাম্মাদ ইবনু ফারাখ আল-ফারাবী। আল-ফারাবীর পিতা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও রাজনৈতিক কারণে তার পূর্ব পুরুষগণ পারস্য ত্যাগ করে তুর্কিস্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় ফারাবায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষালাভের পর শিক্ষার উদ্দেশ্যে চলে যান বুখারায়। এরপর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য তিনি গমন করেন বাগদাদে। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য তিনি ছুটে গিয়েছেন দামেস্কে, মিসরে এবং দেশ-বিদেশের আরও বহু স্থানে। পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনে তার অবদান ছিল সর্বাধিক। পদার্থবিজ্ঞানে তিনিই ‘শূন্যতার’ অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। দার্শনিক হিসাবে তিনি ছিলেন নিয় প্লেটনিষ্টদের পর্যায়ে বিবেচিত।

আল-বাত্তানী :

৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত বাত্তান নামক স্থানে আল-বাত্তানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ। তিনিই সর্বপ্রথম নির্ভুল পরিমাপ করে দেখিয়েছিলেন যে, এক সৌর বছরে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ডে হয়। তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, সূর্যের আপাত ব্যাসার্ধ বাড়ে ও কমে। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধেও তার বক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। আল-বাত্তানী তার নিজস্ব উদ্ভাবিত যন্ত্র দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে গতিশীল। এই মহান মনীষী ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। আল-বাত্তানী ছিলেন একজন মশহূর জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য নিজস্ব মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বহু বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যায় প্রচলিত ভুলগুলো সংশোধন করে এই শাখার অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদরা তাকে উল্লেখ করেছেন ‘আল বাতেজনিয়াজ’, ‘আল বাতেজনি’, ‘আল বাতেনিয়াজ’ ইত্যাদি নামে। তাই তার পরিচয় অনেকটাই ইতিহাসে হারিয়ে যেতে বসেছে।

আল-বালখী :

মুসলিম জ্যোতির্বিদদের অগ্রগতি ছিল প্রশংসিত। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই মুসলিম জ্যোতির্বিদদের সাফল্যের খোঁজ মিলেছিল। তাদেরই একজন জাফর ইবনু

মুহাম্মাদ আবু মাশার আল-বালখী। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পার্সিয়ান জ্যোতির্বিদ, দার্শনিক, গণিতবিদ। তিনি আল ফালাকী, আবুল মাশার, ইবনু বালখী নামেও পরিচিত ছিলেন। তার কাজ এখনো প্রশংসনীয়।

আল-কিন্দী :

আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু ইসহাক আল কিন্দী ছিলেন কুরআন মাজীদ, হাদীছ, ফিকহশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রাজনীতি, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বিশারদ। তিনি ছিলেন গ্রিক, হিব্রু, ইরানী, সিরিয়াক এমনকি আরবী ভাষাতেও অভিজ্ঞ। তিনি নানা বিষয়ে ২৬৫ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। তার বইগুলো এখনো বহুল পঠিত।

আস-সাইগ :

প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ, যুক্তিবিদ, দার্শনিক, পদার্থবিদ, মনোবিজ্ঞানী, কবি এবং বিজ্ঞানী আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহিয়া ইবনু আস-সাইগ। তবে তিনি ইবনু বাজ্জাহ নামে বেশী পরিচিত। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। উদ্ভিদবিদ হিসাবেও তার সুনাম ছিল। আস সাইগের কবিতাগুলোও প্রশংসাযোগ্য। তার বিখ্যাত বই 'কিতাব আন-নাবত'।

বনু মুসা :

বনু মুসাকে বলা হয় জ্যোতির্বিদদের মধ্যে বিস্ময়কর একজন। কারণ তার সময়ে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন সেটা এককথায় অবিশ্বাস্য। নবম শতকে বাগদাদের তিন মনীষীর একজন ছিলেন

তিনি। এই তিনজনকে একত্রে বলা হত মেশিনারি জগতের বিস্ময়। তাঁরা পরিমাপক যন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন।

ইবনুন নাফীস :

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও আইনশাস্ত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ইবনুন নাফীস মানবদেহে রক্তসঞ্চালন পদ্ধতি, ফুসফুসের সঠিক গঠন পদ্ধতি, শ্বাসনালী, হৃৎপিণ্ড, শরীরে শিরা উপশিরায় বায়ু ও রক্তের প্রবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে ভরপুর করেন। তিনি মানবদেহে রক্ত চলাচল সম্পর্কে গ্যালেনের মতবাদের ভুল তুলে ধরে এ সম্বন্ধে নিজের মতবাদ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন।

আল-বেতরুগী :

নূরুদ্দীন ইবনু ইসহাক আল-বেতরুগী। তিনি ইসলামী স্বর্ণযুগে মরক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার ব্যক্তিগত জীবনী খুব বেশী জানা যায়নি। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক ও জ্যোতির্বিদ। তিনি 'প্লেসিয়াল মোশন' নিয়ে যুগান্তকারী মতবাদ দিয়েছিল। তার সীমাবদ্ধতা থাকার পরও তিনি প্লেনটারি মোশন নিয়ে নিজস্ব থিউরি প্রদান করেছিলেন। যা এখন ঠিক।

মুসা আল খাওয়ারিজমী :

তার পুরো নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু মুসা আল খাওয়ারিজমী। সোভিয়েত রাশিয়ার আরব সাগরে পতিত আমু দরিয়ার নিকটে অবস্থিত একটি দ্বীপে আনুমানিক ৭৮০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাটিগণিত,

বীজগণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যামিতিতে প্রভূত ভূমিকা রাখেন। তবে মূলত বীজগণিতের জন্যই তিনি সবচেয়ে আলোচিত হন। তার 'আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা' বই থেকে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। খলীফা মামুনের বিশাল লাইব্রেরীতে আল খাওয়ারিজমী চাকরি গ্রহণ করেন। এখানেই সম্ভবত তিনি বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। অসীম ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন করে তিনি বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত গণিতবিদ। তার সময়ের গণিতের জ্ঞানকে তিনি এক অভাবনীয় সমৃদ্ধতর পর্যায়ে নিয়ে আসেন। একজন গণিতবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিদ। ভূগোল বিষয়ে তার প্রজ্ঞা উৎকর্ষতাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন বীজগণিত তথা এলজাবরার জনক। তিনি প্রথম তার একটি বইয়ে এই এলজাবরার নাম উল্লেখ করেন। বইটির নাম হল 'আল জাবর ওয়াল মুকাবিলা'। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থিক ও ভারতীয় গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। পাটিগণিত বিষয়ে তিনি একটি বই রচনা করেন যা পরে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তার হাতেই বীজগণিত পরবর্তী সময়ে আরও সমৃদ্ধতর হয়। বর্তমান যুগ পর্যন্ত গণিত বিদ্যায় যে উন্নয়ন এবং এর সহায়তায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যে উন্নতি ও আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তার মূলে রয়েছে আল-খাওয়ারিজমীর উদ্ভাবিত গণিত

বিষয়ক নীতিমালারই বেশী অবদান। তার রচিত বই 'কিতাব আলজাবর ওয়াল মুকাবিলা' হতে বীজগণিতের ইংরেজী নাম অ্যালজাবরা উৎপত্তি লাভ করে।

ইবনু হাইছাম :

প্রখ্যাত পদার্থবিদ, জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী, গণিতবিদ, চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, আবু আলী আল-হাসান ইবনু আল হাসান ইবনু হাইছাম। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করায় আল-বাসরী নামেও পরিচিত। তিনি আলোকবিজ্ঞানে অসামান্য সংযোজন 'কিতাবুল মানাযির'-এর ১৫-১৬ অধ্যায়ে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা রেখেছেন। এ ছাড়া তার 'মীযান আল-হিকমাহ' এবং 'মাক্বালা ফিল ক্বামার' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি সর্বপ্রথম গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালান।

আর-রাযী :

আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আর-রাযী। তিনি ৮৪১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। রাযী ছিলেন একজন দক্ষ পার্সিয়ান চিকিৎসক এবং দার্শনিক। তিনি চিকিৎসাবিদ্যা, আল-কেমি, পদার্থবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর ১৮৪ টিরও বেশি বই লিখেছেন। তিনি সালফিউরিক এসিড আবিষ্কার করেন। তিনি ইথানল উৎপাদন, বিশোধন, ও চিকিৎসায় এর ব্যবহার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। তিনি একজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ করেন। তাই মুসলিম বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারদের জীবনেতিহাস জানা ও সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন গড়া আমাদের উচিত।



বিশ্বের সবচেয়ে ছোট পাঁচ দেশ

মুহাম্মাদ মুহাম্মিল হক, ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পৃথিবীতে বহু দেশ রয়েছে। যার কোনটি ছোট আবার কোনটি বড়। তাছাড়া দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে নানান ধরণের তফাত। প্রাকৃতিক বৈচিত্র রয়েছে বিশ্বের এমন ক্ষুদ্রতম বা ছোট ৫টি দেশ সম্পর্কে চলুন জেনে নেয়া যাক।



ভ্যাটিকান সিটি :

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ ভ্যাটিকান সিটি। যা ইতালির রোম শহরের মধ্যে অবস্থিত। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র এটি। ভ্যাটিকান সিটির আয়তন মাত্র ১১০ একর। দেশটির জনসংখ্যা মাত্র ১ হাজার। ধর্মগুরু পোপ ভ্যাটিকানের সেরিমোনিয়াল চিফ হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকেন। দেশ হিসাবে ছোট হলেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় গির্জা সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা কিন্তু ভ্যাটিকানে অবস্থিত। এই ছোট দেশে বছরে প্রায় ৪০ লাখ

দর্শনার্থীর আগমন ঘটে। ১৯২৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকান সিটিকে ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ 'বিশ্ব ঐতিহাসিক স্থান' হিসাবে ঘোষণা করে।

মোনাকো :

পৃথিবীর দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হচ্ছে মোনাকো। ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত দেশটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ২ বর্গ কিলোমিটার। মোনাকোর জনসংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। একটি মাত্র শহর নিয়ে তৈরি দেশটি মন্টি কার্লো ক্যাসিনোর জন্য বিখ্যাত। মোনাকোর তিন পাশেই আছে ফ্রান্স, অপরদিকে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। মজার বিষয় হল, এই দেশটিতে নাগরিকদের কোনো ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় না।

নাউরু :

বিশ্বের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হচ্ছে নাউরু। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে অবস্থিত এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি। দেশটির আয়তন মাত্র ২১ বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এই ফসফেট দ্বীপ রাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফসফেট আহরণ ছিল দেশটির প্রধান আয়ের উৎস। সীমিত পর্যটন, ফসফেটের খণি আর নারিকেল জাতীয় খাবার তৈরি করা এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা।

টুভ্যালু :

পৃথিবীর চতুর্থ ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হচ্ছে টুভ্যালু। পাঁচটি বেট্টনকারি প্রবাল প্রাচীর আর চারটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশ টুভ্যালু। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত দেশটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ২৬

বর্গ কিলোমিটার। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১১০০ জন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৪.৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত টুভ্যালু বিশ্বের নিচু দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশটিতে একটি মাত্র বিমানবন্দর রয়েছে। টুভ্যালুতে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চালু রয়েছে। সাঁতারের জন্য বিখ্যাত দেশটিতে রয়েছে চমৎকার আবহাওয়া। যা প্রতিবছর প্রচুর পর্যটককে আকৃষ্ট করে। ১৯৭৬ সালের দিকে টুভ্যালুতে বৃটিশরা কলোনী স্থাপন করে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে।

স্যান ম্যারিনো :

বিশ্বের পঞ্চম ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র হচ্ছে স্যান ম্যারিনো। ইতালির ভেতরে অবস্থিত দেশটির আয়তন হচ্ছে মাত্র ৬১ বর্গ কিলোমিটার। এই ক্ষুদ্র দেশটির চারপাশে অবস্থিত ইতালি। স্যান ম্যারিনো বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৩৪০০ জন। এই দেশটিতে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। যা ৩০১ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৯টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত দেশটির রাজধানীর নাম হচ্ছে স্যান ম্যারিনো সিটি। মজার বিষয় হলো স্যান ম্যারিনোতে যতগুলো যানবাহন আছে তার থেকে মানুষের সংখ্যা কম। দেশটির প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে পর্যটন, ব্যাংকিং এবং টেক্সটাইল। সান মারিনোর মাউন্ট তিতানো পর্যটকদের মুগ্ধ করে। শান্তি প্রিয় দেশ সান মারিনো বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো সার্বভৌম রাষ্ট্র।

দেশ পরিচিতি

উত্তর কোরিয়া

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : ডেমোক্রেটিক পিপলস্ রিপাবলিক অব কোরিয়া।

রাজধানী : পিয়ংইয়ং।

আয়তন : ১,২০,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ২.৫৩ কোটি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ০.৫%।

ভাষা : কোরিয়ান।

মুদ্রা : ওন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : নাস্তিক (৭১.৩%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ১০০%।

মাথাপিছু আয় : ১,৮০০ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৬৯.৮ বছর।

সরকার পদ্ধতি : সংসদীয় গণতন্ত্র।

স্বাধীনতা লাভ : ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সাল।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৯২ সাল।

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির নিকট হতে আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না।

- (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান
- (২) দান করে খোটা দানকারী এবং
- (৩) তাকদীরকে অস্বীকারকারী'

(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৮৫)।

যে লা প রি চি তি

বাগেরহাট

প্রতিষ্ঠা : ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সাল।

সীমা : বাগেরহাট যেলার উত্তরে গোপালগঞ্জ ও নড়াইল; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে পিরোজপুর ও গোপালগঞ্জ এবং পশ্চিমে খুলনা যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ৩,৯৫৯.১১ বর্গ কিলোমিটার।

উপজেলা : ৯টি। বাগেরহাট সদর, মোল্লারহাট, ফকিরহাট, মোংলা, কচুয়া, রামপাল, শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ ও চিতলমারী।

পৌরসভা : ৩টি। বাগেরহাট, মংলা পোর্ট ও মোড়েলগঞ্জ।

ইউনিয়ন : ৭৫টি।

গ্রাম : ১,০৪৮টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মংলা, মধুমতি, শীলা ও হরিণঘাটা।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : ষাট গম্বুজ মসজিদ, হিরণ পয়েন্ট, টাইগার পয়েন্ট, মংলা সমুদ্রবন্দর, দুবলার চর, করমজল, খান জাহান আলীর মাযার প্রভৃতি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : খান জাহান আলী, ড. নীলিমা ইবরাহীম (শিক্ষাবিদ) প্রমুখ।

সংগঠন পরিচয়

কালুর মোড়, শাহ মখদুম, রাজশাহী ১৪ই জুলাই রবিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় শাহ মখদুম থানাধীন কালুর মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত 'সহজ কুরআন শিক্ষা'-এর শিক্ষক মুহাম্মাদ কবীর হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রাবেয়া খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি আসিয়া খাতুন।

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ৬ই জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর নূরানী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মজবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতিমা খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম।

প্রাথমিক চিকিৎসা

গরমে শিশুকে কী পরিমাণ পানি পান করাবেন

ডা. আবু সাঈদ
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ।

প্রচণ্ড গরমে বাচ্চারা অল্পতেই ঘেমে যায়। তাদের দুইটুমি আর ছোট্টাছুটি বেশী। ঘামের ফলে প্রচুর পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কখনো তা আধা লিটার থেকে এক লিটারও হতে পারে। এই পানিশূন্যতা পূরণ করা যরুরী। কিন্তু পানি পানের প্রতি বাচ্চাদের আছে অদ্ভুত এক অনীহা। স্কুলব্যাগে পানির ফ্লাস্কভরা অবস্থাতেই ফেরত আসে। অনেকে আবার জুস বা কোমল পানীয় পানে যত আগ্রহী, পানি পানে ততটা নয়। যদিও এগুলো পানির অভাব পূরণ করে না।

আমাদের শরীরের ৬০ শতাংশই পানি। শিশুদের ক্ষেত্রে কোষের বাইরে তরল বেশী থাকে। তাই অল্পতেই তারা পানিশূন্যতায় আক্রান্ত হয়। কতটুকু পানি প্রয়োজন, তা নির্ভর করে শিশুর ওয়ন ও বয়সের ওপর। সাত থেকে বারো মাস বয়সী শিশুর প্রতিদিন আধা লিটার থেকে পৌনে এক লিটার, এক থেকে তিন বছরের শিশুর এক থেকে সোয়া এক লিটার, চার থেকে আট বছরের শিশুর দেড় থেকে দুই লিটার এবং নয় থেকে সোলো বছরের শিশুর জন্য দুই থেকে আড়াই লিটার পানি প্রয়োজন। এই

পরিমাণটা হল মোট জলীয় অংশের। অর্থাৎ এটা যে কেবল পানিই হতে হবে, এমন নয়। যেমন : দুধে ৮-৭ শতাংশই জলীয় অংশ, আবার নানা ধরনের ফলমূলেও আছে যথেষ্ট জলীয় অংশ। সুতরাং পানির সঙ্গে তাজা ফলমূল, সবজি ও দুধকেও হিসাবে ধরুন। কিন্তু পানি অভাব পূরণের জন্য কোল্ড ড্রিংকস বা প্যাকেটজাত জুস পান করাবেন না। এবার জেনে নিন কীভাবে বুঝবেন শিশুর যথেষ্ট পানি পান হচ্ছে না।

প্রাথমিকভাবে বুঝবেন তার প্রশ্রাব দেখে। শিশু প্রতিদিন যে পরিমাণ প্রশ্রাব করত, পানিশূন্যতা হলে তার চেয়ে কম করবে। পানিশূন্যতার অন্যান্য লক্ষণ হলো অস্থিরতা, চোখ ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, জিভ শুকিয়ে যাওয়া, দ্রুত নাড়ির স্পন্দন ইত্যাদি। ছয় মাসের পর থেকেই শিশুকে বাড়তি পানি পান করাতে হবে। এর আগ পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধই যথেষ্ট। এক বছর বয়সে শিশুরা সাধারণত নিজে নিজে পানি পান করতে পারে। শিশুকে রঙিন আকর্ষণীয় মগ বা গ্লাসে পানি ঢেলে ধীরে ধীরে পান করতে শেখান। চুষনিযুক্ত বোতল স্বাস্থ্যসম্মত নয়। শিশুকে পানির উপকারিতা সম্পর্কে বলুন ও পানি পান করতে উৎসাহ দিন। ডায়রিয়া, বমি বা জ্বর হলে দৈনিক চাহিদার চেয়ে বেশী পানি পান করতে হবে।

দৈনিক প্রথম আলো
২২শে জুলাই ২০১৮



ফলের নাম

সুমাইয়া, দাওরা ১ম বর্ষ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আখ-قَصْبُ السُّكَّرِ - Sugarcane

(সুগারকেইন)

আঙ্গুর - عِنَبٌ - Grapes (গ্রেইপস)

আনারস-أَنَّاسُ - Pine-apple (পাইন

অ্যাপল)

আপেল - تَفَّاحٌ - Apple (অ্যাপল)

আম-مَاجُوهٌ - Mango (ম্যাংগৌ)

কমলা-بُرْتَقَالٌ - Orange (অরেইঞ্জ)

কলা-مَوْزٌ - Banana (ব্যানান্যা)

কাঁঠাল-شَوَكِيٌّ - Jack-fruit (জ্যাকফ্রুট)

কিশমিশ-زَيْبُبٌ - Raisins (রেইজনস)

কুল-بِرْقُرُقٌ - Plum (প্লাম)

খেজুর-تَمْرٌ - Dates (ডেইটস)

জলপাই-زَيْتُونٌ - Olives (অলিভস)

জাম-عَلْيَقٌ - Blackberry (ব্লাকবেরি)

জামরুল-تَفَّاحٌ وَرْدِيٌّ - Rose apple

(রৌজ অ্যাপল)

ডুমুর-تَيْنٌ - Fig (ফিগ)

ডালিম-رُمَّانٌ - Pomegranate

(পমগ্র্যানিট)



১. আন্তরিক প্রশান্তি নিহিত থাকে কোথায়?

উ:.....

২. মুমিন ব্যক্তিকে যখন অকল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে কী করে?

উ:.....

৩. সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে?

উ:.....

৪. কারো ভুলের জন্য রেগে না গিয়ে কী করা বুদ্ধিমানের কাজ?

উ:.....

৫. দুনিয়ার সেরা সম্পদ কী?

উ:.....

৬. কিসের মাধ্যমে সম্ভানের চরিত্র উত্তম হয়?

উ:.....

৭. কোন কোন ছালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন?

উ:.....

৮. বীজগণিতের জনক কে?

উ:.....

৯. বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ কোনটি?

উ:.....

১০. বাগেরহাট যেলার প্রতিষ্ঠাকাল কত?

উ:.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

☐ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ২০শে আগস্ট ২০১৯।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) নেককার মানুষের কবর অথবা তাদের মূর্তি পূজা করা (২) ছিয়াম এবং কুরআন (৩) শিরক হবে (৪) রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই পাঁচটি রাত্রির মধ্যে যে কোন একটিতে (৫) এক তরঙ্গ এসে তাকে ডুবিয়ে দিল (৬) ২৭০০ ফুট (৭) নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের মধ্যে (৮) তার কবিতায় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস গাঢ় হওয়ায় (৯) যে গৃহে ছবি-মূর্তি ও যাবতীয় শয়তানী ক্রিয়া-কর্ম হয় (১০) দানের ন্যায়।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : তৌফীক আহসান, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : আজমাঈন আদীব, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : আমীনুল ইসলাম, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম :

প্রতিষ্ঠান :

শ্রেণী :

ঠিকানা :

মোবাইল :

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

- জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াভে ছালাত আদায় করা।
- পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
- ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
- মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
- নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।
- সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।
- বৃথা তর্ক, বাগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।
- আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
- সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।
- দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৯

নীতিমালা

নিম্নের ৮টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭ নং মৌখিকভাবে (প্রশ্ন লটারী পদ্ধতিতে) এবং ৫ নং এম. সি. কিউ পদ্ধতিতে ও ৮ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (নবীগণের পরিচয়, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর নবুঅতকাল, মৃত্যু ও কবর, খুলাফায়ে রাশেদীনের পরিচয়, হারামায়েন-এর পরিচয়, চার খলীফার নাম ও কুতুবে সিভাহ : আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬২)।
২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ : (১ম পারা এবং সূরা সাজদাহ, দাহর, হুজুরাত, হফ ও লোকমান)।
৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।
(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা হফযাত (১০০-১১১) আয়াত।
(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।
৪. ছালাতের সর্ফক্ষণ্ড নিয়ম : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১১-১৮)।
৫. সাধারণ জ্ঞান :
(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অঙ্ক), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (২৭-৫২ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ ও ৪৮ পৃ.)।
(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (৮১-১৪৪ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ ১-২০; শিশু অধিকার ১-৬ নং প্রশ্ন), ভাষা, বুদ্ধিমত্তা (ইংরেজী ৮১ পৃ.) এবং সংগঠন বিষয়ক (১-২০ নং প্রশ্ন)।
৬. সোনামণি জাগরণী : কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী।

৭. আযান : (শুধু বালকদের জন্য)।

৮. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : ২৫ জন নবীর নাম : আরবী, বাংলা ও ইংরেজী।

৯. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের ৫নং নীতিবাক্য (আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি)।

◆ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ২০১৮ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই জ্ঞানকোষ-১ (২য় সংস্করণ), জ্ঞানকোষ-২, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ও আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপয়েলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ে সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপয়েলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপয়েলায়, উপয়েলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সাত্তনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালকগণ' অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হতে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◆ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা	: ৪ঠা অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপয়েলা	: ১১ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা	: ১৮ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়	: ৭ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপয়েলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

✿ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক 'সোনামণি' বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।